## অবসর ভাতা

# অর্থাভাব কেবল শিক্ষকদের বেলায়

চলতি অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের পরিমাণ তিন লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকার বেশি। আগামী অর্থবছরে উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেটের পরিমাণ চার লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। এ নিয়ে সরকারের নানা পর্যায়ে গর্বেরও শেষ নেই। বাজেটে শিক্ষা খাতকে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়– সংসদে ভাষণ দিতে গিয়ে দেশবাসীকে এটাও জানাতে অর্থমন্ত্রীর ভুল হয় না। কিন্তু শুক্রবার সমকালে 'টাকার অভাবে শিক্ষকরা অবসর ভাতা পাচ্ছেন না' শিরোনামের প্রতিবেদনে বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষক ও কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের পর যৎসামান্য আর্থিক অনুদান হাতে পেতে যে অসহনীয় যন্ত্রণা ও ভোগান্তির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তাতে স্পষ্ট যে, লাখ লাখ শিক্ষক এখনও সরকারের কাছে দুয়োরানীই। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রতি মাসে অবসর নেন পাঁচ শতাধিক শিক্ষক ও কর্মচারী। অবসর গ্রহণকারীদের 'বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট' ও 'বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড' থেকে পাওনা পরিশোধের জন্য প্রতি মাসে প্রয়োজন পড়ে ৩৬ কোটি টাকা। কিন্তু এই দুই বোর্ডের আয় মাত্র ১৮ কোটি টাকা। সঙ্গত কারণেই বোর্ডের কাছে আবেদনের স্তূপ। সামান্য বেতনে ২৫-৩০ বছর চাকরির পর অবসর ভাতার সামান্য অর্থ পেতেও চার থেকে পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হয়। তবে এ প্রাপ্তিও নির্বিঘ্ন নয়। সমকালের প্রতিবেদনে ভুক্তভোগীদের অভিযোগ তুলে ধরা বলা হয়েছে– 'দুই প্রতিষ্ঠানের অর্থ পেতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়; ঘুষ দিতে হয়। চেক তৈরি হলে ঘুষ ছাড়া ছাড় হয় না।' বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোনো পেনশন নেই। শিক্ষক হিসেবে বেতন-ভাতা মেলে সরকারি অফিসের সাধারণ কর্মীদের পর্যায়ে। সঙ্গত কারণেই মেধা ও কৃতিত্বের সঙ্গে যারা শিক্ষাজীবন সম্পন্ন করেন, শিক্ষকতা পেশা তাদের কমই আকৃষ্ট করে। শিক্ষকদের অবসর জীবন ন্যূনতম শান্তি-স্বস্তিতে কাটানোর ব্যবস্থা করা সরকার কিংবা স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে এখন পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নয়। পরিহাসের বিষয় যে, অবসর ভাতা ও কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে একজন স্কুল শিক্ষক সাধারণভাবে হাতে পান চার-পাঁচ লাখ টাকা। এর বড় অংশ তারা নিজের চাকরি জীবনের বেতন থেকেই সরকারের কাছে সঞ্চিত রাখেন। শিক্ষকদের এ কষ্ট-যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে আগামী অর্থবছরের বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখা হবে, এটাই সময়ের দাবি। শিক্ষার প্রসার ঘটছে দেশে। এখন চ্যালেঞ্জ মান বাড়ানোর। এ লক্ষ্য অর্জন করতে হলে এর প্রধান কারিগর শিক্ষকদের কল্যাণে আরও মনোযোগী হতেই হবে। আমরা প্রায়শই শুনি– ভালো কাজে অর্থের অভাব হয় না। শিক্ষকদের সুবিধা-বাড়ানো এমনই একটি ভালো কাজ।